সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ এবং তাঁহার অপার মহিমা কীর্ত্তন ভিন্ন প্রিয়তর আর কোন কর্ত্তব্যই থাকিবে না। সেই নাম কীর্ত্তনের সময় মনে রাখিও তিনি বিশ্বসাম্রাজ্যের একেশ্বর সম্রাট আর তুমি অতি দীন অভাজন! অতি শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিনম্রহৃদয়ে সেই পুণ্যনাম উচ্চারণ করিবে; আড়ম্বরের সহিত নয়, আপনাকে প্রচার করিবার জন্য নয়, একান্ত বিনয়ের সহিত; প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ে অবনত-মস্তকে! সেই নামগানের ভাষা যেন শুদ্ধ পবিত্র হয়, তাহার প্রতি অক্ষর হইতে যেন অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইতে থাকে। শ্রোতা-দিগের মনে সেই নামগান তৃণগুচ্ছের উপর স্বর্গের শিশির বিন্দুর ন্যায় সিঞ্চিত হইয়া সঞ্চিত থাকে এবং তাহাকে সুন্দরতর করে, মনে মনে অন্তর্যামীর নিকট এই অশ্রান্ত কাতর প্রার্থনা প্রেরণ করিবে।

—*St. Francis de Sales.*

আপাততঃ কোনও সুবিধা না দেখিতে পাইলেও, একান্ত একাগ্রমনে প্রার্থনায় যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহা নষ্ট হইল মনে করিও না; তাহা ব্যয় নয় ক্ষতি নয় তাহা আমাদের লাভ, আমাদের পরিপূর্ণ সঞ্চয়, কেননা সেই সময় আমরা যে পরিশ্রম করি তাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কেবল মাত্র পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার।

পিতার জমিদারীতে পুত্র দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে; যদিও সন্ধ্যার সময় দৈনিক বেতন কিছুই সে পায় না, তবুও বৎসরান্তে আয় যাহা কিছু সবই তাহার লাভ হয়।

—*St. Teresa.*

প্রার্থনার সময় আমরা যেন উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যাই, প্রতিদিনের পরিশ্রমের বেশ নয়, বিশ্রামের অবসর-সজ্জা। উৎসবের দিনে গৃহস্থ সকলেই বহুমূল্য শোভন পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন, শুভদিনের সম্মান রক্ষার জন্য প্রচুর ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না—কেবল মাত্র শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই আনন্দ! বিদ্বান হইতে হইলে, রাজসভায় উচ্চ পদ লাভ করিতে হইলে কত পরিশ্রম কতই না ব্যয় করিতে হয়; স্বর্গের রাজসভায় সদস্যপদ লাভ করিতে হইলে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে কি কিছুই পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না?

—*St. Teresa.*

হে আর্ত্ত ! অগ্রে আপনার অন্তরে শান্তি সঞ্চয় কর তবেই তুমি অপর দশ জনের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে।

পণ্ডিতের অপেক্ষা শান্ত সংযতস্বভাব ব্যক্তি সংসারের অধিক উপকার করেন।

অসংযত প্রকৃতির লোক সচ্চরিত্র ব্যক্তিকেও অন্যায়ের মধ্যে টানিয়া আনে— এবং অতি সহজে অপরের মন্দ বিশ্বাস করে।

শান্তপ্রকৃতি সাধু পৃথিবীর সকল অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করেন।

যাঁহার অন্তর সন্তোষে শান্তিময় তিনি কাহাকেও অবিশ্বাস করেন না কিন্তু যাঁহার মন অসন্তোষে ক্ষুব্ধ তিনি সংশয়-তরঙ্গে আন্দোলিত, অবিশ্বাসে অস্থির—তিনি স্বয়ং অশান্ত এবং অপর দশজনেরও শান্তি নাশ করেন। তাঁহার বাক্য অসংযত ; অনুচিত বাক্যেই তাঁহার প্রবৃত্তি কিন্তু যাহা বলিলে উপকার হইত সে কথা বলিতে তাঁহার স্মরণ থাকে না, অপরের

কর্ত্তব্যের ত্রুটি বিচারে তিনি সুনিপুণ কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্যে নিয়তই অমনোযোগী।

অতএব সর্ব্বাগ্রে স্বীয় চরিত্রের উন্নতিকল্পে উৎসাহী হও, পরে প্রতিবেশীর প্রতি মনোনিবেশ করিও।

হায়, আমরা আপন কর্ত্তব্যের ত্রুটি ক্ষালন এবং আপনার কৃতকার্য্যের সুরঞ্জিত বর্ণন করিতে সুপটু কিন্তু অপরের তিলমাত্র অপরাধ মার্জ্জনা করিতেও অক্ষম।

আপনাকে দোষী এবং অপর, আর-সকলকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করিতে পারিলেই যোগ্য কাজ হয়।

যদি তুমি ইচ্ছা কর তোমার ত্রুটি অপরে মার্জ্জনা করিবে, তবে তুমিও অন্যের ত্রুটি গ্রহণ করিও না।

তোমার চরিত্র আজিও বিনয় এবং করুণায় ভূষিত হয় নাই, কেন না তাহা হইলে তুমি অপরের অপরাধ গ্রহণ করিতে না,

তাহা হইলে তুমি আপনার ভিন্ন অপরের প্রতি কখনও ক্রোধ করিতে পারিতে না।

যাহার স্বভাব নম্র এবং সুশীল তাহার সহবাস সকলেরি পক্ষে সুখকর, কেননা শান্তপ্রকৃতি এবং আজ্ঞাচারী ব্যক্তি সকলেরি প্রিয়, কিন্তু কটুভাষী, বিপরীতবুদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত-স্বভাব ব্যক্তির সহিত যিনি আনন্দে এবং শান্তিতে কালযাপন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ প্রশংসনীয়।

—*Thomas a Kempis.*

যদি সেই বিশ্বরাজের প্রেমের অধিকারী হইতে চাও তবে কণ্টকাকীর্ণ শতদল পদ্মের ন্যায় হও। একত্রে দুঃখ এবং প্রেম বহন কর। বাতাসে কণ্টকসমূহ সঞ্চালিত হইয়া যখন সুকুমার শতদলটিকে চারিদিক হইতে নিয়ত বিদ্ধ করিতে থাকে, তখন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার সেই পুষ্পটি এই অত্যাচারের কিরূপ প্রতিশোধ লয়? প্রত্যেক ক্ষত-মুখ হইতে অজস্র সুগন্ধ বর্ষণ করিয়া নিষ্ঠুর কণ্টকদলকে অভিষিক্ত করে! হে আমার অধীর আত্মা, তুমিও এই পদ্ম পুষ্পের অনুকরণ কর, যাহারা তোমাকে আঘাত করে, তোমাকে ব্যথা দেয় তুমিও তাহাদের প্রতি সমধিক স্নেহবর্ষণ করিতে থাক। এই রহস্যময় শতদল যদিও কণ্টকাঘাতে শতছিদ্র তবুও নিভৃত অন্তর ভরিয়া মকরন্দ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। তুমিও তাহাই কর। দুঃখ, বিচ্ছেদ, মৃত্যু শোকের নিরন্তর

আঘাতকে সান্ত্বনা ও সুখ বলিয়া মনে কর। দুঃখ যতই তীব্র, আঘাত যতই তীক্ষ্ণ, অন্তর ততই প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক ; তাহার অপূর্ব্ব মধুর পরিমল বিশ্বরাজের সিংহাসন ছাড়াইয়া তাঁহার অন্তরে স্থান লাভ করিবে।

—*Avrillon.*

আমরা কতবার ঈশ্বরকে বলিয়া থাকি, হে প্রভু তুমিই আমার হৃদয়েশ্বর, তুমিই আমার প্রিয়তম, আপনার মনে মনে কতবার এই কথা স্বীকার করি, এবং ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, কতবার না এই বিশ্বাসে মুগ্ধ ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করি—তবুও যতক্ষণ না দুঃখ বিপদের তাড়না স্থির প্রসন্ন মনে সহ্য করিতে পারি ততক্ষণ এ প্রেমের পরীক্ষা হয় না। দুঃখ বিপদের আঘাতে তোমার মনে যদি অসন্তোষের উদয় হয় যদি তাহা অবিচার বলিয়া ধারণা হয় তবেই জানিবে তোমার এ প্রেম সত্য নয় ইহার ভিত্তি শিথিল ইহা ক্ষণভঙ্গুর। যে তুমি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই সহস্রবার আপনার প্রেমের অহঙ্কার করিয়াছ, তিলমাত্র আশা ভঙ্গ হইতেই হায় তোমার সে প্রেম কোথায় অন্তর্ধান করিল! যে চক্ষু দুটি ক্ষণপূর্ব্বে অজস্র আনন্দাশ্রুধারা বর্ষণ করিয়াছিল মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা যে শোকাশ্রুধারায় পরিণত

হইল, যে রসনা তাঁহার নাম গান, তাঁহারি প্রিয় সম্ভাষণ ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, এখন সে হতাশ কাতরোক্তি ভিন্ন আর কিছুই উচ্চারণ করিতেছে না—যে হৃদয় একান্ত আগ্রহের সহিত তাঁহারি মিলন প্রতীক্ষা করিয়াছিল, এখন তাহার সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা আপনার তুচ্ছ কষ্ট, সামান্য অসুবিধা দূর করিতেই নিয়োজিত। দুঃখের স্পর্শে যাহার প্রেম উজ্জ্বল হইল না জানিবে তাহার প্রেম সত্য নয়—জানিবে তাহার ঈশ্বরপ্রেম মুখের কথা, মনের সত্য নয়। খাঁটি সোনাই আগুনে পুড়িয়া সুন্দর হয়, মেকি টাকা হাতুড়ির ঘায়ে রাঙা হইয়া ওঠে কিন্তু আগুনে দিলে তাহার আর চিহ্ন মাত্র থাকে না—দুঃখের পরশপাথরে পরখ করিয়া লইলে তবেই যথার্থ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

—*Avrillon.*

হে প্রভু, হে রাজাধিরাজ আমি তোমারই আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইব, তোমারই আদেশ শিরোধার্য্য করিব।

সেই ধন্য, হে বিশ্বরাজ, যাহার অন্তরে তোমার আদেশ নিরন্তর ধ্বনিত হয়, তোমারি মুখের বাক্যে যাহার দুঃখ সান্ত্বনা লাভ করে!

সেই ধন্য হে দেবাদিদেব, যাহার কর্ণে পৃথিবীর কল্পনা প্রবেশ লাভ করে না, যাহার কর্ণে তোমার স্বর্গীয় ভাষা নিয়ত প্রতিধ্বনিত।

ধন্য সেই শ্রবণ যাহা বাহিরের কোন্ স্বর শুনিবার জন্য ব্যগ্র নয়, যে কর্ণে অন্তর্গূঢ় সত্যের সামগান নিয়ত উচ্চারিত।

ধন্য সেই চক্ষু যাহার দৃষ্টি বাহিরের ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট নয়, অনন্ত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ।

ধন্য সেই মানব যে অন্তরের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে স্বর্গের রহস্য ভেদ করিবার নিমিত্ত যাহার চেষ্টা ও চিন্তা নিয়ত নিযুক্ত।

ধন্য সেই জীবন যাহাতে হে মহেশ্বর,

তোমার সহবাসের শুভ অবসর রচিত হইয়াছে যাহাতে বিষয়ের মোহজাল সুদূরপরাহত।

হে বিরহী আর্ত্ত ব্যাকুল আত্মা, ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ কর, অন্তরের নিস্তব্ধ নিভৃতে ধ্যান-নিরত হও, প্রিয়তমের স্নেহ সম্ভাষণ শুনিতে পাইবে।

সে স্নেহস্বর অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে—তোমার প্রাণতম বলিতেছেন আমিই তোমার মুক্তি, তোমার পরমা শান্তি, আমিই তোমার জীবনের জীবন; আর কেন দূরতা, আর কেন বিচ্ছেদ দুঃখ, এস আমার বক্ষের একান্ত নিকটে, আমি তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করিব।

তবে ক্ষণিক সুখ দুঃখ, ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্য্যের মোহ দূর হউক, সেই চিরন্তন আনন্দ, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অক্ষয় সম্পদের অন্বেষণ কর।

—*Thomas a Kempis.*

আমার আত্মার নিরুদ্ধ অন্ধ নয়ন একবার যদি সম্পূর্ণ উন্মীলন করিয়া দেখি তবে, হে মহেশ্বর, তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য আমার দৃষ্টি-পথে উদ্ভাসিত হইবে, আমি তোমাকে ভাল না বাসিয়া কেমন করিয়া থাকিব? হৃদয়ের বদ্ধ কবাট একবার যদি সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করি তবে, হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার আলোকে আমার সকল মোহ অপসারিত হইয়া যাইবে আমি তোমাকে হৃদয় ভরিয়া পাইব। হে অতুলনীয়, তোমার সমান আর কে আছে, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তোমাকে ভাল বাসিলে প্রেম চরিতার্থ এবং জীবন সার্থক। আমার ইচ্ছা যখন তোমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হয়, তখন আমার হৃদয় স্বর্গের শোভায় বিকশিত হইয়া ওঠে। হে প্রিয়তম, হে বল্লভ, হে আমার একমাত্র বরণীয়, তোমার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া আমাকে তোমার একান্ত সন্নিকটে টানিয়া লও, সকল ব্যবধান দূর হউক; তোমার অনুপম মনোহর মুখচ্ছবি আমার

অন্তরে চিরদিনের মত প্রতিফলিত থাকুক। হে রাজরাজেশ্বর তুমি নত-আমাকে উন্নত করিয়া লও, শিখাও এই দীন অভাজনকে তোমার অনন্ত প্রেমের প্রতিদান দিতে, তুমি আমার জন্য কতই না করিয়াছ, আমিও যেন তোমার জন্য কিছু করিতে পারি। যে চির-সুন্দর নিত্য নবভাবে নবীন সৌন্দর্য্যে আমাকে মুগ্ধ কর। তোমারি প্রসাদে আমি যেন তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও না ভালবাসি, শুধু তোমাকে ভালবাসি বলিয়া যেন সকলকে ভালবাসি।

—*Avrillon.*

প্রার্থনা যতই সুন্দর হউক তাহার সহিত যদি কর্ম্মের যোগ না থাকে তবে তাহা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হয় না। হায় কর্ম্মহীন ভক্তিবিহ্বলতা, প্রেমের উচ্ছ্বাস, সঙ্গীতের মোহ, পূজা উপচার, আড়ম্বর আয়োজন সমস্তই নিতান্ত ব্যর্থ। প্রেমভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া যেমন একান্ত মনে সেই দেবাদিদেবের স্তবস্তুতি করিবে, তেমনি পূজাবসানে কঠোর হইতে কঠোরতর কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে—নতুবা সে পূজা ব্যর্থ সে ভক্তির উচ্ছ্বাস মত্ত হৃদয়ের উত্তেজনা মাত্র, মত্ততার অবসানে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া যায়। কেবলমাত্র উপাসনার দ্বারা আত্মার উর্ব্বরতা ও সম্পূর্ণতা সাধিত হয় না, প্রেমই তাহাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে। এই প্রেমের পরিচয় বাক্যে নয়, কার্য্যে, কেবলমাত্র স্তবস্তুতির দ্বারা নয় অনেক দুঃখ বহন করিয়া অনেক স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া এই প্রেম সপ্রমাণ

করিতে হয়। আমি বহুকাল হইতে বহু বন্দনা করিয়াছি আর আমি কিছুই চাহি না কেবলমাত্র আমার এই প্রার্থনা আমি যেন দিনে দিনে শ্রেয়ের অধিকারী হই, এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। ফলের দ্বারা যেমন ফুল সার্থক হয়, তেমনি সেবার দ্বারা আমার প্রেম সার্থক হউক।

—*St. Teresa.*

হে প্রভু যাঁহারা তোমাকে যথার্থ ভাল-বাসেন, যাঁহারা তোমার ভক্ত তাঁহারা সদ্গুণের অনুরাগী, তাঁহারা সাধুসঙ্গের পক্ষপাতী, সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে বিবাদ বিরোধ নাই—তাঁহারা কাহাকেও দ্বেষ করেন না। হে প্রভু দিনে দিনে, প্রহরে প্রহরে, নিমেষে নিমেষে আমার হৃদয় তোমার পুণ্যপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক। হে প্রভু, দয়া কর যতদিন আমার হৃদয় সকল বাসনাবর্জ্জিত না হয়, যতদিনে একমাত্র তুমিই আমার প্রিয়তম না হও, ততদিনে যেন আমার মর্ত্ত্যবাস শেষ না হয়। হে অবিনশ্বর, আমার হৃদয়ের প্রেম যেন তোমাতেই স্থিতিলাভ করে, যেন কোন ক্ষণভঙ্গুর মর্ত্ত্য পদার্থ তাহাকে বিচলিত করিতে না পারে। আত্মা, সহজসংস্কারবশতই তোমাকে যথার্থ ভালবাসে কিনা, বুঝিতে পারে, সে প্রেমে কোন মালিন্য নাই, পৃথিবীর কোন

আকর্ষণ তাহাকে নিম্নে টানিয়া রাখিতে পারে না, তাহা স্বর্গপথের যাত্রী, মহত্ব-প্রয়াসী এবং একমাত্র তোমারি মিলনবিধুর। তোমার মিলন ব্যতীত আর যাহা কিছু তাহাই তাহার নিকট শ্রান্তিকর ও দুঃখ-জনক—শ্রেষ্ঠতম সৃষ্ট বস্তুও তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না বরং তাহাকে ব্যাকুল ও উদ্বেজিত করিয়া তোলে। কেবল-মাত্র, হে পরমেশ্বর, তোমারি মিলনে তোমাকে লাভ করিয়াই তাহার অভাব দূর হয় তাহার হৃদয় শান্ত হয়। আমার হৃদয়েশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য্য পার্থিব সকল সৌন্দর্য্যকে ম্লান পরাভূত করিয়াছে, তিনি ভিন্ন আমার ব্যাকুল হৃদয় আর কিছুতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। হে প্রভু যদি কোন দিন হৃদয়-দ্বার অবারিত পাইয়া কোন তুচ্ছ মোহ সেখানে প্রবেশলাভ করে, তবে হৃদয়নিহিত শ্রেষ্ঠতম তোমার অতুল সৌন্দর্য্যের মধ্যে দৃষ্টি নিমগ্ন

করিয়া দিব, সকল ভ্রান্তির অবসান হইবে।

—*St. Teresa.*